দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 08 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...7... কলাম ...9...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাল দশায় অবাক ইউজিসি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেহাল দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। বনানীর ১৪ নম্বর সড়কের বি ব্লকে অবস্থিত বেসরকারি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া। গতকাল রোববার বেলা ১১টা থেকে দুপুর পৌনে ১টা পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন তিনি। পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে আরও ছিলেন ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের উপ-পরিচালক জেসমিন পারভীন ও চেয়ারম্যান দপ্তরের উপসচিব শাহিন সিরাজ। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে রাষ্ট্রপতি নিয়োগকৃত উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নেই। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কম্পিউটার ল্যাব থাকলেও সেখানে কাজ করার পরিবেশ নেই। অন্য ল্যাবরেটরির অবস্থাও একই। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর উপস্থিতিও একেবারে কম। দুই সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের ক্লাস হয় একসঙ্গে। আছে আরও অনেক সমস্যা।

সরেজমিন দেখা যায়, আজিম নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পাস এক কেরানির কাছে বিপুল পরিমাণ সাময়িক সনদপত্র আছে। সেগুলোতে ভিসি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সই করা। এ সনদগুলো বাইরে বিক্রি করা হয় কিনা তা নিশ্চিত হতে পারেনি ইউজিসির পরিদর্শক দল।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, কাগজ-কলমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ২ হাজার ৯০০; কিন্তু সেখানে গিয়ে ২০০-এর বেশি শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একটি কক্ষে মোট চারটি ব্যাচের ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এগুলো হলো– ছয়, সাত, আট ও নয় ব্যাচ। কেমিস্ট্রি ল্যাবে গিয়ে ধুলোবালিমাখা কয়েকটি চেয়ার-টেবিল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। কম্পিউটার ল্যাবের কম্পিউটারগুলো নষ্ট। মনে হলো অনেকদিন ধরে এখানে কেউ প্রবেশ করেনি। ১০০ বর্গমিটারের একটি লাইব্রেরি আছে। অল্পকিছু বই সেখানে দেখা গেছে। এসব বিষয়ে আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।